দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 DEC 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

ক্লাস-পরীক্ষা চালুর দাবিতে ইবিতে সড়ক অবরোধ, প্রক্টর অবরুদ্ধ

■ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ক্লাস-পরীক্ষা চালুর দাবিতে গতকাল সোমবার দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে শিক্ষার্থীরা। এক পর্যায়ে তারা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে তীব্র যানজটে চরম ভোগান্তিতে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মেইন গেটের সামনে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ঘটনাস্থলে এলে তাকে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ক্লাস-পরীক্ষা চালুর

২০ পৃষ্ঠার পর

অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে দুপুর ১টার দিকে কুষ্টিয়া জেলার ডিসি সৈয়দ বেলাল হোসাইন এসে আগামী তিন দিনের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা চালুর আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেয়।

ডিসি সাংবাদিকদের বলেন, 'সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কথা বলে অতি দ্রুত ক্যাম্পাস সচল করার চেষ্টা করছি। আশাকরি আগামী দু'তিনদিনের মধ্যে একটা ফয়সালা হবে।'

এদিকে আন্দোলন চলাকালে ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রকিবুল হাসানকে (রকি) পিটিয়ে আহত করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহত রকি জানান, ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আন্দোলন করছিলাম। সেখানে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। এতে বাধা দিলে ছাত্রলীগ কর্মী অনি, বিপ্লব, রুচন, রাসেল, এনামুল, ইলিয়াছ ও মেহবাহ আমার উপর হামলা করে।'

প্রসঙ্গত, দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে ডিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন, প্রো-ডিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. শাহজাহান আলীর পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রলীগ আন্দোলন শুরু করে বিদ্যমান এই অচলাবস্থার সৃষ্টি করলেও অজ্ঞাত কারণে তারা এখন আর আন্দোলন করছে না। উল্টো তারা এখন ডিসি, প্রোডিসি ও ট্রেজারারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। নিয়োগের ব্যাপারে তাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের কোন গোপন চুক্তি হয়ে থাকতে পারে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন।

শিক্ষক সমিতির অনশন

ডিসি-প্রোডিসির পদত্যাগ দাবি করে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে অনশন ধর্মঘট পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এসময় শিক্ষক নেতারা বলেন, ডিসি-প্রোডিসি ও ট্রেজারারের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।